সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৯
WEEKLY BOOKLET:349

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব "৫৫০টি সুন্নাত ও আদব" এর একটি অংশ

১০৭টি সুন্নাত ও আদব

সমবেদনা জ্ঞাপন করার ৩৩টি সুন্নাত ও আদব ০১
জানাযা সম্পর্কিত ১৪টি সুন্নাত ও আদব ১০
কবর ও দাফনের ২২টি সুন্নাত ও আদব ১৩
কবরস্থানে হাজিরি দেয়ার ২৯টি সুন্নাত ও আদব ১৬

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়গুলো "৫৫০টি সুন্নাত ও আদব" কিতাবের ৭২-৯০ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে

১০৭টি সুন্নাত ও আদব

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"১০৭টি সুন্নাত ও আদব"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সুন্নাত অনুযায়ী ইতিকাফ করার তাওফিক দান করুন আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরূদে পাক পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দেন।

(তিরমিযী, ২/২৮ পৃ:, হাদিস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোগীর সমবেদনা জ্ঞাপন করার ৩৩টি সুন্নাত ও আদব

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী: (১) عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করো। **(আল আদাবুল মুফরাদ, ১৩৭ পৃ:,**

www.dawateislami.net

হাদিসঃ ৫১৮) (২) যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে যায় আল্লাহ পাক তার উপর পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) ফেরেশতার ছায়া দান করেন, তার প্রতিটি কদমে তার জন্য একটি করে নেকী লিখে দেন, প্রতিটি কদমে তার একটি করে গুনাহ মুছে দেন এবং একটি করে পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন যতক্ষণ না সে তার স্থানে বসে যায়, যখন সে বসে যায় তো রহমত তাকে আবৃত করে নেয় এবং নিজের ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে আচ্ছাদিত করে রাখবে। **(মু'জামু আওসাত, ৩/২২২ পৃঃ, হাদিসঃ ৪৩৯৬)** (৩) যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে যায় তো আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করেঃ তোমার জন্য সুসংবাদ তোমার যাত্রা শুভ হোক আর তুমি জান্নাতের একটি স্থানকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। **(ইবনে মাজাহ, ২/১৯২ পৃঃ, হাদিসঃ ১৪৪৩)** (৪) যে মুসলমান সকালে কোন মুসলমানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে বের হয় তবে সন্ধা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার (৭০,০০০) ফেরেশতা ইস্তিগফার (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া) করে এবং সন্ধায় যায় তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার (৭০,০০০) ফেরেশতা ইস্তিগফার করে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান থাকবে। **(তিরমিযী, ২/২৯০ পৃঃ, হাদিসঃ ৯৭১)** (৫) যে উত্তম ভাবে অযু করলো অতঃপর সাওয়াবের নিয়্যতে আপন মুসলমান ভাইয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করলো তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্ব পর্যন্ত দূর করে দেয়া হবে। **(আবু দাউদ, ৩/২৪৮ পৃঃ, হাদিসঃ ৩০৯৭)** (৬) যখন তুমি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তাকে বলো যেনো তোমার জন্য দোয়া করে কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো হয়ে থাকে। **(ইবনে মাজাহ, ২/১৯১ পৃঃ, হাদিসঃ ১৪৪১)** (৭) অসুস্থ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থতা লাভ না করে তার কোন দোয়া প্রত্যাখান করা হয় না। **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহব, ৪/১৬৬ পৃঃ, হাদিসঃ ১৯)** (৮) যখন কোন মুসলমান কোন মুসলমানের প্রতি সমবেদনা জানাতে যায়

www.dawateislami.net

তবে ৭বার এই দোয়াটি পাঠ করবে: اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ،رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ যদি মৃত্যু না আসে সে আরোগ্য লাভ করবে। **(আবু দাউদ, ৩/২৫১ পৃ:, হাদিস: ৩১০৬)** (৯) সমবেদনার সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ: অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা (অর্থাৎ শারিরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করা) **(উর্দু লুগাত, ১৩/৬০৪ পৃ:)** (১০) অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। যদি জানা থাকে যে দেখতে গেলে অসুস্থ ব্যক্তি (অপছন্দ) করবে, এহেন অবস্থায় যাবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫ পৃ:)** (১১) যদি অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অন্তরে অসন্তুষ্টতা থাকে অথবা তার প্রতি আপনার আগ্রহ নাও থাকে তবুও তাকে দেখতে যান। (১২) সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে সমবেদনা জ্ঞাপন করুন, যদি শুধুমাত্র এজন্য দেখতে যান যে যখন আমি অসুস্থ হবো তখন সেও আমাকে দেখতে আসবে তাহলে সাওয়াব পাবেন না। (১৩) কাউকে দেখতে গিয়ে তার কঠিন অবস্থা দেখলে তবে তার ভয় হয় এমন কথা বলবেন না যেমন তোমার অবস্থা খারাপ আর না এই ধরনের মাথা নাড়বেন যেটা দ্বারা অবস্থা খারাপ হওয়া বুঝায়। (১৪) কোন রোগিকে দেখতে গেলে রোগি অথবা দূঃখিত ব্যক্তির সামনে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নিজের চেহারায় দুঃখ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ করুন। (১৫) কথাবার্তার ধরন কখনো যেনো এমন না হয় যে রোগি বা তার পরিবারের লোকদের কুমন্ত্রনা আসে যে,সে আমাদের বিপদে খুশি হচ্ছে (১৬) রোগির পরিবারের লোকদের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করুন আর যতটুকু খেদমত বা সহযোগিতা করতে পারেন করুন (১৭) রোগির কাছে গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করুন এবং তার জন্য সুস্থতা ও কল্যাণের দোয়া করুন (১৮) রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বভাব এটা ছিলো যে যখন কোন রোগিকে দেখতে যেতেন তখন এটি বলতেন: لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَاللّٰهُ **(বুখারী**

www.dawateislami.net

২/৫০৫ পৃঃ, হাদিসঃ ৩৬১৬) (১৯) রোগির মাধ্যমে নিজের জন্য দোয়া করান কেননা অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (২০) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন : রোগির পরিপূর্ণ সমবেদনা হলো এটি যে তার কপালে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করা শারিরিক অবস্থা কেমন। (তিরমিযী, ৪/৩৩৪ পৃঃ, হাদিসঃ ২৭৪০) (২১) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগিকে দেখতে যাবে তখন নিজের হাত কপালে রাখবে অতঃপর মুখে এই (অর্থাৎ আপনার অবস্থা কেমন?) বলবে, এতে রোগির প্রশান্তি অনূভব হয়ে থাকে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে হাত রাখবেন না, এই হাত রাখাটা আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৩৫৮ পৃঃ) (২২) যদি কপালে হাত রাখার কারণে রোগির কষ্ট অনূভব হয় তবে হাত রাখবেন না আর যদি রোগি আমরদ সুশ্রী বালক (বরং সুশ্রী বালকও যদি না হয়) এবং হাত রাখার দ্বারা আল্লাহর পানাহ! "মন্দ চিন্তাভাবনা" আসে তবে হাত রাখা গুনাহ আর যদি দেখার কারণে এমন হয় তবে দেখাও হারাম। (২৩) রোগির সামনে এমন কথা বলা উচিত যেটা তার মনে শান্তি অনূভব হয়, অসুস্থতার ফযিলত ও আল্লাহ পাকের রহমতের আলোচনা করুন যাতে তার চিন্তাধারা পরকালের সাওয়াবের দিকে ধাবিত হয় এবং সে অভিযোগের শব্দাবলি মুখে না আনে। (২৪) সমবেদনা জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী রোগিকে নেকীর দাওয়াতও পেশ করুন, বিশেষকরে নিয়মিত নামায আদায়ের মানসিকতা দিন কেননা অসুস্থ অবস্থায় অনেক নামাযীও নামাযের ব্যাপারে উদাসিন হয়ে যায়। (২৫) রোগিকে মাদানী চ্যানেল দেখতে উৎসাহিত করুন এবং সেটার বরকত সম্পর্কে অবগত করুন (২৬) রোগিকে মাদানী কাফেলায় সফর ও নিজে সফর করতে অক্ষম হলে নিজের পক্ষ থেকে পরিবারের কোন লোককে সফর করানোর উৎসাহ

www.dawateislami.net

প্রদান করুন এবং মাদানী কাফেলার সেই বাহার সমূহ শুনান যেগুলোর মধ্যে বরকতের পাশাপাশি রোগির আরোগ্য লাভ হয়েছে (২৭) রোগির পাশে বেশিক্ষণ বসবেন না আর চিৎকার চেচামেচি করবেন না,তবে রোগি যদি নিজেই বসিয়ে রাখতে খুশি হয় তবে সম্ভব হলে আপনি তার আগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন (২৮) অনেক লোকের অভ্যাস হয়ে থাকে যে রোগি অথবা তার স্বজনের নিকট যায় তো কিছু না কিছু চিকিৎসা বলে থাকে আর অনেকে তো রোগিকে জেদ করে থাকে যে আমি যেই চিকিৎসার কথা বলছি সেটা করে নাও, অমুক ঔষধটি নাও, ভালো হয়ে যাবে! রোগির উচিত যে, কারো বলা চিকিৎসা না করা কেননা "অল্প বিদ্যা ভয়ংকর" কারো বলা চিকিৎসা করার পূর্বে নিজের (প্রাইভেট) ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিন। সাবধান! যে অভিজ্ঞ ডাক্তার না হওয়া অবস্থায় রোগির চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করে সে গুনাহগার। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আর অনবিজ্ঞ (অর্থাৎ যে অভিজ্ঞ ডাক্তার নয় তার জন্য) এই (অর্থাৎ চিকিৎসার) মধ্যে হস্তক্ষেপ করা হারাম এবং সেই (অর্থাৎ চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ) বর্জন (অর্থাৎ চিকিৎসা না করা) ফরয। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৪/২০৬ পৃ:)** (২৯) রোগিকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফলমূল বা বিস্কুট ইত্যাদি উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়াটা ভালো কাজ কিন্তু না নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সমবেদনাই না করা এবং অন্তরে এই খেয়াল করা যে যদি কিছু না নিয়ে যায় তবে সে কি বলবে যে, খালি হাতে দেখতে এসেছে, খালি হাতে হলেও রোগিকে দেখতে যাওয়া উচিত কেননা এটা না করা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। (৩০) সমবেদনা জানাতে গিয়ে অনেক লোক ফুলের তোড়া নিয়ে যায়, এটাও জায়িয কিন্তু দেখা গেছে যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার কোন কাজে আসে না, সুতরাং সেই উপহার সামগ্রী (GIFT) দিন যেটা কাজে আসে। পরামর্শ স্বরুপ আরজ করবো ফুলের

www.dawateislami.net

তোড়ার স্থলে অথবা যেখানে সম্ভব হয় সেখানে মাকতাবাতুল মদীনার কিছু পুস্তিকা নিয়ে গিয়ে রোগিকে পেশ করুন যাতে সে সাক্ষাতকারী (আর যদি হাসপাতালে হয়) প্রতিবেশি রোগিকে এবং তাদের পরিবারের লোকদের উপহার হিসেবে দিতে পারে বরং সামর্থ অনুযায়ী! রোগি স্বয়ং নিজে কিছু পুস্তিকা হাদিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করে নিজের সাথে রেখে সাওয়াব অর্জন করুন তবে চিন্তাভাবনা করে পুস্তিকা নির্বাচন করবেন। (৩১) ফাসিকের সমবেদনা করাও জায়িয, কেননা সমবেদনা ইসলামের অধিকারের অন্তর্ভূক্ত আর ফাসিকও তো মুসলিম। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫ পৃ:)** (৩২) মুরতাদ ও কাফিরে হারবীর সমবেদনা জায়িয নেই। (বর্তমানে বিশ্বের সমস্ত কাফির হারবী) (৩৩) বদমাযহাব যার বদমাযহাবী কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাকে দেখতে যাওয়া নিষেধ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফনের ১৬টি সুন্নাত ও আদব

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী: (১) যে (ব্যক্তি) মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করাবে তবে তার জন্য মৃতের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে এক করে নেকী (রয়েছে)। **(তারিখে বাগদাদ, ৪/২৬৩ পৃ:)** হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদিসে পাকের এই অংশ "যে মৃতের কাফন পরিধান করায়"এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যে নিজের খরচে মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করলো। **(আত্তাইসির বিশারহে জামেইস সগির, ২/৪৪২ পৃ:)** (২) যে মৃতকে কাফন পরায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের চিকন ও মোটা রেশমি কাপড়ের পোশাক পরিধান করাবেন। **(মুসতাদরাক, ১/৬৯০ পৃ:, হাদিস: ১৩৮০)** (৩) যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায়, কাফন পরিধান করায়, সুগন্ধি লাগায়, জানাযা উঠায়, নামায পড়ে ও যেসব দূর্বল বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় তা গোপন

www.dawateislami.net

রাখে সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনটি সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিলো। **(ইবনে মাজাহ, ২/২০১ পৃ:, হাদিস: ১৪৬২)** হাদিসের এই অংশটি "দূর্বল বিষয়" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটি যে, যেসব বিষয় প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত নয় যেমন চেহারায় রঙ কালো হয়ে যাওয়া। (৫) নিজের মৃতদের উত্তম কাফন দাও কেননা তারা তাদের কবরে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে আর (উত্তম কাফনে) গর্ব করে থাকে (অর্থাৎ খুশি হয়)। **(মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/৯৮ পৃ:, হাদিস: ৩১৭)** (৫) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আপন ভাইকে কাফন পরিধান করায় তবে তাকে যেনো ভালো কাফন পরিধান করায়। **(মুসলিম, ৪৭০ পৃ:, হাদিস: ৯৪৩)** (৬) নিজের মৃতদের সাদা কাফন দাও। **(তিরমিযী, ২/৩০১ পৃ:, হাদিস: ৯৯৬)**

কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত

(৭) কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের মৃত্যুর পর নিজেকে পরিধানের কাফনকে স্মরণ করতে ফরয আদায়ের জন্য মৃতকে সুন্নাত অনুযায়ী কাফন পরিধান করাবো। (৮) মৃতকে কাফন পরিধান করানো "ফরযে কিফায়া"। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৭ পৃ:)** অর্থাৎ কোন একজনকে পরিধান করানোর দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে গেলো (অর্থাৎ সকলের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে গেলো) নতুবা যারা যারা সংবাদ পেয়েছে এবং কাফন পরিধান করায়নি তারা সকলে গুনাহগার হবে।

মাসনুন কাফন

(৯) পুরুষের কাফন: (১) লিফাফা অর্থাৎ চাদর (২) ইযার অর্থাৎ তেহবন্দ (৩) কামিস অর্থাৎ কাফন। মহিলাদের জন্য এই তিনটির পাশাপাশি আরও দুইটি কাপড় রয়েছে: (৪) উড়না (৫) সিনাবন্দ।

www.dawateislami.net

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬০ পৃ:) (১০) যেই অপ্রাপ্তবয়স্ক কামভাবের সীমা পৌঁছে গেছে সে প্রাপ্তবয়স্কের হুকুমে রয়েছে অর্থাৎ বালিগকে কাফনের ক্ষেত্রে যতটি কাপড় দেয়া হয়ে থাকে তাকেও ততটা দেয়া হবে এবং এরচেয়ে ছোট ছেলেকে একটি কাপড় আর ছোট মেয়েকে দুইটি কাপড় দেয়া হয় তো ভালো আর উত্তম হলো উভয়কে পুরো কাফন দেয়া যদিওবা একদিনের বাচ্চা হোক না কেনো। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৯ পৃ:) (১১) শুধুমাত্র ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়িখগনকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা যেতে পারে, সাধারণ লোকের লাশকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা নিষেধ। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৪ পৃ:) (১২) পুরুষের শরীরে এমন সুগন্ধি লাগানো জায়িয নেই যেটাতে জাফরান মিশ্রণ (অর্থাৎ গওঢ) থাকে, মহিলাদের জন্য (জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি) জায়িয।(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৬১ পৃ:) (১৩) যে ইহরাম পড়েছে (আর এই অবস্থায় মারা গিয়েছে) তার শরীরেও সুগন্ধি লাগান আর তার মুখ এবং মাথা কাফন দ্বারা ঢেকে দিবেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৬১ পৃ:)

কাফনের বিস্তারিত বিষয়াদি

(১৪) লিফাফা (অর্থাৎ চাদর): (এটি) মৃত ব্যাক্তির উচ্চতা অনুযায়ী এতটুকু লম্বা হওয়া যেনো উভয় দিক থেকে বাঁধা যায় (২) ইযার (অর্থাৎ তেহবন্দ): এতটুকু ছোট (মাথার শুরু) থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ লিফাফা থেকে এতটুকু ছোট যেটা বাঁধার জন্য অতিরিক্ত ছিলো (৩) কামিস (অর্থাৎ কাফনি): গর্দান থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং এটি সামনে ও পেছনে যেনো সমান হয় এবং কাটা থাকে ও আস্তিন ছাড়া। পুরুষ ও মহিলার কাফনের মধ্যে পার্থক্য, পুরুষের কাফন কাঁদের দিকে কাটা থাকবে আর মহিলাদের জন্য সিনার দিকে কাটা থাকবে (৪) উড়না: তিন হাত অর্থাৎ দেড় গজ হওয়া উচিত। (৫) সিনাবন্দ: সিনা থেকে নাভি পর্যন্ত এবং উত্তম হলো

www.dawateislami.net

এটি যে রান পর্যন্ত হওয়া। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৮ পৃ:)** সাধারণত প্রস্তুত করা কাফন ক্রয় করা হয়ে থাকে সেটা মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মাসনুন সাইজ হওয়া জরুরী নয়, এটাও হতে পারে যে এতো বেশি লম্বা হয় যা অপচয়ের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, সুতরাং সাবধানতা এতেই রয়েছে যে কাপড়ের থান থেকে প্রয়োজনমতে কাপড় কেটে নেয়া। যদি প্রস্তুতকৃত কাফন পরিধান করা হয় তবে অতিরিক্ত কাপড় কেটে দিন, যদি কাফন মৃত ব্যাক্তির সম্পদ থেকে ক্রয় করা হয় তবে অতিরিক্ত কাপড় উত্তরসূরীদের মাঝে বন্টন করা হবে। (১৫) কাফন ভালো হওয়া উচিত অর্থাৎ দুই ঈদ ও জুমার জন্য যেমন কাপড় পরিধান করতো আর মহিলারা যেরকম কাপড় পড়ে বাবার বাড়ি গিয়ে থাকে সেরকম মূল্যের কাপড় হওয়া প্রয়োজন।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৮ পৃ:)

কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

(১৬) গোসল দেয়ার পর শরীর কোন পবিত্র কাপড় দিয়ে মুছে নিন যাতে কাফন ভিজে না যায়, কাফন এক বা তিন অথবা পাঁচ বা সাতবার ধূনি দিয়ে দিন, এরচেয়ে বেশি নয়, এরপর এমনভাবে বিছিয়ে দিন যেনো "লিফাফা" অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর "তেহবন্দ" আর সেটার উপর "কাফনি" রাখুন, এখন মৃত ব্যক্তিকে এটার উপর শুয়াইয়ে দিন এবং কাফন পরিধান করান, এখন মাথা, দাড়ি (আর দাড়ি না থাকে তো চিবুক) ও বাকী শরীরের উপর সুগন্ধি লাগান, সেই অঙ্গ সমূহ যা দ্বারা সিজদা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কপাল, নাক, হাত, হাঁটু ও পায়ে কাপুর লাগান। এরপর ইযার অর্থাৎ তেহবন্দ পরিধান করান, প্রথমে বাম দিক থেকে এরপর ডান দিক থেকে। এরপর লিফাফাও এইভাবে প্রথমে বাম দিক এরপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে দিন যাতে একদম উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে

www.dawateislami.net

বেঁধে দিন যাতে উড়না দেখা না যায়। মহিলাদেরকে "কাফন" পরিধান করিয়ে তার চুলকে দুই ভাগ করে কাফনের উপর সিনার উপর রেখে দিন এবং উড়না অর্ধ পিঠের নিচ করে বিছিয়ে দিয়ে মাথার উপর নিয়ে এসে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন যাতে সিনার উপর থাকে সেটার দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ উচ্চতা) আধা পিঠ থেকে সিনা পর্যন্ত থাকবে আর প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত অতঃপর এইভাবে ইযার ও লিফাফা জড়িয়ে দিন এরপর সবগুলোর উপরে সিনাবন্দ বুকের উপর থেকে রান পর্যন্ত নিয়ে বেঁধে দিন। (আরও বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড ৮১৭ থেকে ৮২২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

জানাযা সম্পর্কিত ১৫টি সুন্নাত ও আদব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী: (১) যার নিকট কোন জানাযার সংবাদ এসেছে আর সে মৃতের পরিবারের লোকদের নিকট গিয়ে তাদেরকে সমবেদনা জানায় আল্লাহ পাক তার জন্য এক কিরাত সাওয়াব লিখে দেন, অতঃপর যদি জানাযার সাথে যায় তবে আল্লাহ পাক দুই কিরাত সাওয়াব লিখে দেন, অতঃপর এর পাশাপাশি নামায পড়ে তবে তিন কিরাত, অতঃপর কাফন দাফনে উপস্থিত হয় তবে চার আর প্রতিটি কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৪০১ পৃ:, উমদাতুল ক্বারী, ১/৪০০ পৃ:, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৪৭)** (২) একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে, (তন্মধ্য হতে একটি হলো এটি যে) যখন সে মারা যাবে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহন করা। **(মুসলিম, ১১৯২ পৃ:, হাদিস: (২১৬২)** (৩) যখন কোন জান্নাতী লোক ইন্তিকাল করে তখন আল্লাহ পাক লজ্জাবোধ করেন যে ঐসব লোকদের আযাব দিতে যারা তার জানাযায় সাথে হাঁটে আর যারা তার পেছন পেছনে চলে এবং যারা তারা জানাযার নামায আদায় করে।

www.dawateislami.net

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/২৮২ পৃ:, হাদিস: ১১০৮) (৪) মুমিন বান্দার ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম পুরুস্কার হলো এটাই যে, তার জানাযায় অংশগ্রহন করা সকলকে ক্ষমা করা দেয়া হয়। **(মুসনাদে বাযযার, ১১/৮৬ পৃ:, হাদিস: ৪৭৯৬)** (৫) হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ! যে শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযার সাথে গেলো, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ পাক বললেন: যেদিন সে মারা যাবে, ফেরেশতারা তার জানাযার সাথে চলবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। **(শরহুস সুদূর, ৯৭ পৃ:)** (৬) হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ওফাতের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? বললেন: একটি বাক্যের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন যেটা হযরত ওসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জানাযা দেখে বলতেন। (সেই বাক্যটি হলো:) سُبْحٰنَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ۔ সুতরাং আমিও জানাযা দেখে এটাই বলতাম, এ বাক্যটি (বলার) কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/২৬৬ পৃ:)** (৭) জানাযার (নামাযে) আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার, জানাযা নামাযের ফরয আদায়, শিক্ষা গ্রহন করতে, মৃত ব্যক্তি ও তার পরিবারের লোকদের মনখুশি করার ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহন করা উচিত (৮) জানাযার সাথে চলার সময় নিজের মৃত্যু এবং ভালো ও মন্দ মৃত্যুর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকুন কেননা মৃত্যুর সময় জানি না আমার ঈমান নিরাপদ থাকে কি থাকে না! আহ! যেমনিভাবে আজ এর জন্য যাচ্ছি, একদিন আমাকেও এর মতো করে নিয়ে যাওয়া হবে, যেমনিভাবে একে মাটির নিচে দাফন করা হবে, আমার সাথেও এরকম হবে। এইভাবে চিন্তাভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবে কাজ। (৯) জানাযা কাঁদে নেয়া সাওয়াবের কাজ, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

হযরত সাদ বিন মুআয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জানাযা (কাঁদে) নিয়েছিলেন। **(তাবকাতুল ইবনে সাদ, ৩/৩২৯ পৃ:, আল বিনায়া, ৩/২৪২ পৃ:)** (১০) হাদিসে পাকে রয়েছে: "যে জানাযা সাথে নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটবে তার চল্লিশটি কবিরা গুনাহ মুছে দেয়া হবে।" এছাড়া হাদিস শরীফে রয়েছে: "যে জানাযার চারটি পায়া কাঁদে নেয় আল্লাহ পাক তাকে চিরতরে মাফ করে দিবেন। **(জাওহারাতুন নাইয়ারা, ৩৯ পৃ:, দুররে মুখতার, ৩/১৫৮, ১৫৯ পৃ:, বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৩ পৃ:)** (১১) সুন্নাত এটি যে একের পর একটি করে চারটি পায়া কাঁধে নেয়া এবং প্রত্যেকবার দশ কদম করে হাঁটা। সম্পূর্ণ সুন্নাত হলো এটি যে প্রথমে মাথার ডান (অর্থাৎ মাথার ডান দিক থেকে) কাঁধে নেয়া এরপর ডান পায়ের (অর্থাৎ ডান পায়ের দিকে) এরপর মাথার বাম দিক এরপর বাম পায়ের দিকে এবং দশ দশ কদম চলবে সুতরাং মোট ৪০ কদম হলো। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৬২ পৃ:, বাহারে শরীয়ত, ১/৮২২ পৃ:)** কিছুলোক জানাযার সমাগমের মধ্যে ঘোষণা করে: দুই কদম করে চলুন! তাদের উচিত যে এইভাবে ঘোষণা করা: "দশ কদম করে চলুন!"। (১২) জানাযা কাঁধে নেয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট প্রদানের মতো মানুষকে ধাক্কা দেয়া যেমন কিছুলোক কোন বড় লোকের জানাযার মধ্যে অথবা যেখানে মুভি ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে সেখানে করে থাকে এটা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (১৩) ছোট বাচ্চার জানাযা যদি এক ব্যক্তি হাতে করে নিয়ে যায় তাতেও কোন সমস্যা নেই তবে একজনের পর একজন হাতে নিতে থাকুন। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬২ পৃ:)** মহিলাদের (শিশু হোক বা বড় কোন ব্যক্তির) জানাযার সাথে যাওয়া নাজায়িয ও নিষেধ। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৩ পৃ:, দুররে মুখতার, ৩/১৬২ পৃ:)** (১৪) স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধেও নিতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া ও বিনা অন্তরাল (কোন কাপড় বিহীন) শরীরে হাত দেয়া নিষেধ। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১২-৮১৩ পৃ:)** (১৫) জানাযার

www.dawateislami.net

সাথে উচ্চ আওয়াজে কালিমায়ে তায়্যিবা অথবা কালিমায়ে শাহাদাত অথবা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয়।

(দেখুন: ফতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, খন্ড: ৯, পৃ: ১৩৯ থেকে ১৫৮)

জানাযা আগে আগে কেহ রাহা হে এ জাহাঁ! ওয়ালো!
মেরে পিছে চলে আও তুমহারা রেহনুমা মে হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবর ও দাফনের ২২টি সুন্নাত ও আদব

(১) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾ اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ﴿۲۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কি যমিনকে একত্রকারী করিনি, তোমাদের জীবিত ও মৃতদের। **(পারা ২৯,সূরা মুরসালাত,আয়াত ২৫-২৬)**

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় "নুরুল ইরফান" পৃষ্ঠা ৯২৭ এ রয়েছে: "এইভাবে যে জীবিতরা যমিনের পিঠে আর মৃতরা যমিনের পেটে একত্রিত রয়েছে।" (২) মৃতকে দাফন করা ফরযে কিফায়া (অর্থাৎ একজনও যদি দাফন করে তবে ফরয আদায় হয়ে গেলো নতুবা যার যার নিকট সংবাদ পৌঁছে ছিলো আর দাফন করলো না তারা গুনাহগার হলো) এটা জায়িয নেই যে মৃতকে যমিনের উপর রেখে দেয়া আর চারিদিক থেকে দেয়াল স্থাপন করে বন্ধ করে দেয়া। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪২ পৃ:)** (৩) কবরও আল্লাহ পাকের নেয়ামত যার মধ্যে মৃতকে দাফন করা হয়, যাতে পশু ও অন্য কোন জিনিস সেটাকে অপমান না করে (৪) সালিহীন (অর্থাৎ নেককার বান্দাদের) নিকটবর্তী দাফন করা উচিত কেননা তাঁদের নৈকট্যতার বরকত নসিব হয়ে থাকে, যদি আল্লাহর পানাহ! আযাবের উপযুক্ত (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

আযাবের হকদার) হয়ে যায় তবে তিনি সুপারিশ করেন, যেই রহমত সেই (নেককার বান্দাদের) উপর নাযিল হয় তাকে (গুনাহগার বান্দাকে) ও আবৃত করে নেয়। হাদিসে পাকে রয়েছে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজেদের মরহুম (মৃত) লোকদেরকে ভালো লোকদের সাথে দাফন করো।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৯০ পৃ:, হাদিস নং: ৯০৪২)** (৫) রাতে দাফন করাতে কোন অসুবিধা নেই। **(আল জাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৪১ পৃ:)** (৬) একটি কবরে একজনের চেয়েও বেশি বিনা কারণে দাফন করা জায়িয নেই আর প্রয়োজন পড়ে তো করা যেতে পারে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬ পৃ:, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬ পৃ:)** (৭) জানাযা কবর থেকে কিবলার দিকে করে রাখা মুস্তাহাব যাতে মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে কবরে নামানো হয়। কবরের ডানপার্শ্ব (অর্থাৎ পায়ের দিকের জায়গায়) রেখে মাথার দিক দিয়ে আনবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৪ পৃ:)** (৮) প্রয়োজন সাপেক্ষে দুই অথবা তিনজন বা উত্তম হলো শক্তিশালি এবং নেককার বান্দা কবরে নামা। মহিলাদের লাশের ক্ষেত্রে মাহরামরা নামবেন এটা সম্ভব না হয় তবে অন্যান্য আত্মীয়রা, এটাও যদি সম্ভব না হয় তবে পরহেযগারগণ নামবেন। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬ পৃ:)** (৯) মহিলার লাশকে নামানো থেকে শুরু করে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন (১০) কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ। **(তানভীরুল আবছার, ৩/১৬৬ পৃ:)** (১১) মৃত ব্যক্তিকে ডান কাঁধ করে শোয়াবেন এবং এর চেহারা কিবলার দিকে করে দিবেন এবং কাফনের বাঁধ খুলে দিন কেননা এটার আর প্রয়োজন নেই, না খুললেও কোন অসুবিধা নেই। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬ পৃ:, জাওহারাতুন নাইয়ারা,১৪০ পৃ:)** (১২) কাফনের গিট যিনি খুলবেন তিনি এই দোয়া পড়বেন: اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ। **(হাশিয়াতুত তাহাভী আলা মারাকিল ফালাহ, ৬০৯ পৃ:)** (১৩) কবরের মুখ

www.dawateislami.net

ইট দ্বারা বন্ধ করে দিন যদি যমিন নরম থাকে তবে (কাঠের) তক্তা লাগানোও জায়িয। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৪ পৃ:)** (১৪) এখন মাটি দিয়ে দিন, মুস্তাহাব হলো এটি যে মাথার দিক থেকে উভয় হাত দ্বারা তিনবার মাটি দিন। প্রথমবার বলুন: "مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ", দ্বিতীয়বার "وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ", তৃতীয়বার "وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى" বলুন। এখন অবশিষ্ট মাটি বেলচা ইত্যাদি দিয়ে ঢেলে দিন। **(আলজাওহারাতুন নাইয়ারা, ১৪১ পৃ:)** (১৫) যতটুকু মাটি কবর থেকে বের হয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া মাকরুহ। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৬৬১ পৃ:)** (১৬) হাতে যেই মাটি লেগেছে সেগুলো ঝেড়ে নিন অথবা ধৌত করে নিন। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৮ পৃ:)** (১৭) কবরকে বর্গাকার (অর্থাৎ চার কোণা বিশিষ্ট) বানাবেন না বরং এতে উটের কুঁজের মতো করে ঢালু রাখুন, (দাফনের পর) এটার উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া উত্তম, কবর এক বিঘত উঁচু অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি করবেন। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬ পৃ:, রদ্দুল মুহতার, ৩/১৬৮ পৃ:)** দাফনের পর কবরে আযান দেয়া সাওয়াবের কাজ আর এটি মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭০ পৃ:)** (১৮) মুস্তাহাব হলো এটি যে দাফনের পর কবরে সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ আয়াত পাঠ করা, মাথার দিকে الٓمّٓ থেকে শুরু করে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত আর পায়ে দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে করে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬ পৃ:)** (১৯) দাফনের পর কবরে এতটুকু সময় অবস্থান করা মুস্তাহাব যতটুকু সময়ে উট যবেহ করে মাংস বন্টন করে দেয়া হয় তার অবস্থান করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির উনস হবে (অর্থাৎ ভালোবাসা ও প্রশান্তি লাভ করবে) এবং মুনকার নাকিরের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে ভয় হবে না এবং এতটুকু সময় তিলাওয়াত করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তিগফারের দোয়া করুন আর এই দোয়া করুন যেনো মুনকার নাকিরের প্রশ্নে অটল থাকে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬ পৃ:)** (২০) শাজারা বা

www.dawateislami.net

আহাদনামা কবরে রাখা জায়িয এবং উত্তম হলো এটি যে মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে কবরের দিকে খুদায় করে লিখে দেয়া, বরং "দুররে মুখতার" এ কাফনে আহাদনামা লিখা জায়িয বলা হয়েছে আর বলেছেন যে এতে মাগফিরাতের আশা রয়েছে এবং মৃত ব্যক্তির সিনা ও কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা জায়িয। এক ব্যক্তি এটার জন্য অসিয়ত করেছিলো, ইন্তেকালের পর বুক ও কপালে যেনো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা দেয়া হয়, অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো, অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, তখন বললো: যখন আমাকে কবরে রাখা হলো, আযাবের ফেরেশতারা আসলো, ফেরেশতারা কপালে যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা দেখলেন তখন বললেন: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেলে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৮ পৃ:। দুররে মুখতার, ৩/১৫৩ পৃ:, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া, ২/১৭০ পৃ:)** (২১) এরকমও হতে পারে যে কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখুন আর সিনায় কালিমায়ে তায়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه তবে গোসল দেয়ার পর কাফন পরিধান করানোর পূর্বে কালিমার (অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল সমান) আঙ্গুল দ্বারা লিখবেন কলম দিয়ে লিখবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৮ পৃ: পরিবর্তন সহকারে, রদ্দুল মুহতার, ৩/১৮৬ পৃ:)** (২২) কবর থেকে মৃত ব্যক্তির হাঁড় বাইরে বেরিয়ে আসলে তবে সেই হাঁড়গুলো দাফন করা ওয়াজিব। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৪০৬ পৃ:)**

কবরস্থানে হাজিরি দেয়ার ২১টি সুন্নাত ও আদব

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম তবে এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা এটি দুনিয়ার প্রতি বিমুখতার কারণ ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। " **(ইবনে মাজাহ, ২/২৫২ পৃ:, হাদিস: ১৫৭১)**

www.dawateislami.net

(২) যখন কোন এমন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম যাকে সে দুনিয়াতে চিনতো আর তাকে সালাম দেয় তবে সেই মৃত ব্যক্তি তাকে চিনে ও তার সালামের উত্তর দেয়। **(তারিখে বাগদাদ, ৬/১৩৫ পৃঃ, হাদিসঃ ৩১৭৫)** (৩) যে তার মাতা পিতা উভয় অথবা কোন একজনের কবর প্রতি জুমার দিন যিয়ারত করবে, তার মাগফিরাত হয়ে যাবে এবং (তাকে) নেককার হিসেবে লিখা হবে।**(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০১ পৃঃ, হাদিসঃ ৭৯০১)** (৪) মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার ও শহীদগণের মাযারে হাজিরি দেয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার ও তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা (পছন্দনীয় আমল) ও সাওয়াবের (কাজ)। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২ পৃঃ)** (৫) আল্লাহর ওলির মাযার শরীফ বা) যেকোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে যান তবে মুস্তাহাব হলো এটি যে প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ সময় না হয় তো) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করুন, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসি এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করুন এবং নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছিয়ে দিন, আল্লাহ পাক সেই মরহুম বান্দার কবরে নুর সৃষ্টি করবেন এবং সেই (ইছালে সাওয়াবকারী) ব্যক্তিকে অনেক সাওয়াব দান করবেন। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০ পৃঃ)** (৬) মাযার শরীফ বা কবর যিয়ারত করার সময় রাস্তায় কোন অহেতুক কথাবার্তা না বলা। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০ পৃঃ)** (৭) কবরে চুমা দিবেন না, হাতও লাগাবেন না। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৫২২—৫২৬ পৃঃ)** বরং কবর থেকে কিছু দূরে দাড়ানো উচিত (৮) কবরে তাযিমি সিজদা করা হারাম আর যদি ইবাদতের নিয়্যত থাকে কুফর। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২২/৪২৩ পৃঃ)** (৯) কবরস্থানে সেই সাধারণ রাস্তা দিয়ে চলুন, যেখানে অতীতে (PAST) কখনো কোন মুসলমানের কবর ছিলো না, যেই রাস্তা নতুন তৈরি করা হয়েছে সেটা দিয়ে চলাচল করবেন না। "ফাতাওয়ায়ে শামীতে" রয়েছে: (কবরস্থানে কবর বিলীন করে) যেই নতুন

www.dawateislami.net

রাস্তা তৈরি করা হয় সেটা দিয়ে চলাচল করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১/৬১২ পৃ:) বরং যদি নতুন রাস্তার শুধুমাত্র ধারণা (সন্দেহ)হয় তবে সেটার উপরও চলাচল নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩/১৮৩ পৃ:) (১০) অনেক আউলিয়ার মাযারে দেখা গেছে যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবর ভেঙ্গে সমতল বানিয়ে দেয়া হয়েছে, এরকম সমতল জায়গায় ঘুমানো, চলাচল করা, দাড়ানো, তিলাওয়াত ও যিকির আযকারের জন্য বসা ইত্যাদি হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পাঠ করে নিন (১১) কবর যিয়ারত করার সময় কবরবাসীর দিকে চেহারা করে দাড়িয়ে যান আর সেই (কবরবাসীর) পায়ের দিক দিয়ে যান যাতে তার দৃষ্টির সামনে হয়, মাথার দিক (দিয়ে) যাবেন না কেননা তখন তাকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে হয়। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৫৩২ পৃ:) (১২) কবরস্থানে এইভাবে দাড়াবেন যেনো কিবলার দিকে পিঠ ও কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখ থাকে এরপর বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ. اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অনুবাদ: হে কবরবাসী! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে গেছো আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/২৫৩ পৃ:, হাদিস: ১৭৬৫) (১৩) যে ব্যাক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সে যেনো এটা বলে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ.

اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ، وَسَلَامًا مِّنِّيْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! (হে) গলে যাওয়া দেহ সমূহ আর পঁচে যাওয়া হাঁড়সমূহের প্রতিপালক! যারা দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে বিদায় নিয়েছে তুমি তাদের উপর তোমার রহমত ও আমার সালাম পৌঁছে দাও।

www.dawateislami.net

তখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতো মুমিন ইন্তেকাল করেছে সকলে সেই (দোয়াকারীর) জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। **(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/২৫৭ পৃ:, হাদিস: ২২)** (১৪) প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যাক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে অতঃপর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাছুর পাঠ করে এরপর এই দোয়া করে: হে আল্লাহ পাক! আমি যা কিছু কুরআন পড়েছি সেগুলোর সাওয়াব এই কবরস্থানের মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তখন কিয়ামতের দিন সকল মুমিন সেই (ইছালে সাওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশ করবে। **(শরহুশ সুদুর, ৩১১ পৃ:)** (১৫) হাদিসে পাকে রয়েছে: "যে ব্যক্তি এগারোবার সূরা ইখলাস অর্থাৎ قُلْ هُوَ اللّٰه (পরিপূর্ণ সূরা) পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব মৃতদের কবরে পৌঁছিয়ে দেয়, তখন মৃতদের সমপরিমাণ সে (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াবকারী) সাওয়াব পাবে।" **(দুররে মুখতার, ৩/১৮৩ পৃ:)** (১৬) কবরের উপর আগরবাতি জ্বালাবেন না কেননা এটা (বেয়াদবি) ও মন্দ কাজ, তবে যদি (উপস্থিত লোকদের) নিকট সুগন্ধি (পৌঁছানোর) জন্য (লাগানো হয় তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকে তবে সেখানে লাগান কেননা সুগন্ধি লাগানো পছন্দনীয় কাজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৪৮২ পৃ:)** (১৭) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্য এক জায়গায় বলেন: "সহীহ মুসলিম শরীফে" হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: তিনি তাঁর (ওফাতের সময়) নিজের পরিবারের লোকদের বলেন: "যখন আমি ওফাত লাভ করবো তখন আমার সাথে না কোন বিলাপকারী যাবে আর না আগুণ।" **(মুসলিম, ৭৫ পৃ:, হাদিস: ১৯২, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৪৮২ পৃ:)** (১৮) কবরের উপর চেরাগ বা জ্বলন্ত মোমবাতি ইত্যাদি রাখবেন না, তবে রাতে রাস্তায় চলাচলকারী বা তিলাওয়াতকারীদের জন্য আলো দেয়া উদ্দেশ্য

www.dawateislami.net

হয় তবে কবরের এক পাশে খালি জায়গায় মোমবাতি বা চেরাগ রাখুন তবে সেই খালি জায়গায় যেনো পূর্বে কবর ছিলো আর এখন বিলীন করে দেয়া হয়েছে এরকম না হয় (১৯) কবর যিয়ারতের জন্য এই চারদিন উত্তম যথা: সোমবার, বৃহস্প্রতিবার, জুমাবার, শনিবার। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০ পৃ:)** জুমার দিন ফজরের নামাযের পর কবর যিয়ারত করা উত্তম। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ৯/৫২৩ পৃ:)** (২০) মুবারকময় রাত সমূহে কবর যিয়ারত করা উত্তম বিশেষকরে শবে বরাত। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০ পৃ:)** এমনিভাবে বরকতময় দিনসমূহেও কবর যিয়ারত করা উত্তম, যেমন দুই ঈদের দিন, ১০ মুহররমুল হারাম ও আশরায়ে যিলহজ্ব (অর্থাৎ যিলহজ্বের প্রথম দশম দিন) **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০ পৃ:)** (২১) কবরস্থানে হাজিরি দেয়ার সময় অহেতুক কথাবার্তা ও উদাসিনপূর্ণ চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সম্ভব হয় তো অশ্রু প্রবাহিত করুন এবং গুনাহসমূহের কথা স্মরণ করে নিজেকে কবরের আযাবের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হোন, তাওবা করুন আর এই কল্পনা করুন যে যেমনিভাবে আজ এই কবরবাসীগণ আপন আপন কবরে একা শুয়ে আছে, অতি শ্রিগ্রই আমিও এইভাবে অন্ধকার কবরে একা পড়ে থাকবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাদানী চ্যানেল বাংলা দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net